হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল জিনিয়ার। কিছু একটা শব্দ শুনে থাকবে। কেউ কি দরজা খুলল? কিছুক্ষন কান পেতে চুপচাপ শুয়ে থাকল। হাল্কা পায়ের শব্দ কানে এলো। দু' জোড়া। কেউ কি দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকল? তার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়তে শুরু করল। বাবাকে ডাকবে? নাকি পুলিশে ফোন করবে? পাশের কামরাতেই মালেক আছে। তার ঘুম পাতলা। ডাকলেই উঠে পড়বে। কিন্তু তার আগে একটু নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল পায়ের শব্দগুলো পেছনে ডেকের দিকে চলে গেল। স্লাইডিং ডোরটা খুলল এবং বন্ধ হল। যার একটাই অর্থ হতে পারে। বাসার ভেতর থেকে কেউ বাইরে গেল। একজন নয়, দু'জন। আরোও মিনিট খানেক অপেক্ষা করার পর যখন কোন শব্দ কানে এলো না, তখন চুপি চুপি বিছানা ছাড়ল জিনিয়া। যতখানি সম্ভব নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরের করিডোরে এসে দাঁড়াল। মালেকের দরজাটা ভেড়ানো। কৌতুহলী হয়ে হাল্কা করে ঠেলা দিল। ভেতরে কেউ নেই। বিছানা ফাঁকা। বাথরুমে গেছে? বাথরুমটা করিডোরের অন্য দিকে। দরজাটা হাঁট করে খোলা। সেখানে কেউ নেই। আচমকা একটা উদ্ভট চিন্তা এলো তার মাথায়। কেন যেন মনে হল জুলেখার কামরাও ফাঁকা। দরজার নবটা ঘুরিয়ে সামান্য ধাক্কা দিতে খুলে গেল সেটা। জিনিয়া নরম গলায় 'জুলেখা' বলে ডাকল। কোন উত্তর এলো না। ভেতরে ঢুকে চারদিকে নজর বোলাল। ফাঁকা। জুলেখাও তার ঘরে নেই।

জিনিয়ার বুকটা ধ্বক করে উঠল। কেন যেন আজ সারাদিনই তার মাথায় এই আজব চিন্তাটা ঘুরছিল। তিনজনে এক সাথে ঘুরলেও মালেক এবং জুলেখার মধ্যে কিছু একটা চলছিল। সে ওসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে চায় নি, কিংবা হয়ত তেমন একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা ভাবতেও চায়নি। চুপি চুপি নীচতলায় চলে এলো। স্লাইডিং ডোরের পর্দাটা সরিয়ে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল। চাঁদের আভায় সমস্ত প্রাঙ্গণটা যেন আলোয় আলোরন্য হয়ে আছে। অনেক দুরের বস্তুও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মালেক এবং জুলেখাকে পাইনের বনের ভেতর দিয়ে হাত ধরে চঞ্চল পায়ে হেঁটে যেতে দেখল সে। ঢাল বেয়ে নীচে নেমে গেল দু'জন। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ওদিকটাতে গেলে ঝর্নার পাশে গিয়ে বসার সুন্দর জায়গা আছে। নিশ্চয় সেখানেই যাচ্ছে। একটা চাঁপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল জিনিয়া। এটাই স্বাভাবিক। মালেক একটা অসম্ভব ভালো ছেলে, যার সমস্ত হৃদয় একট চমৎকার মেয়েকে ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সেই চমৎকার মেয়েটি যদি জুলেখা হয়, তাহলে সে যে প্রেমে পড়ে যাবে তাতে অবাক হবার কি আছে? জুলেখার মধ্যে কোমলতা, লাজুকতা এবং শান্ততার যে অপুর্ব সমন্বয় রয়েছে, সেটা তার সহজ সুন্দর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে মালেকের কাছে যে অসম্ভব রকম কামনীয় করে তুলবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। নিজের কাছে স্বীকার করতে কষ্ট হলেও জিনিয়াকে মানতে হয়, জুলেখার সাথে তাদের মায়ের যেন কি একটা মিল আছে। সরলতা এবং কমনীয়তার পাশাপাশি একটা দৃঢ়তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

চুপি চুপি নিজের কামরায় ফিরে এলো জিনিয়া। এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে? জিনিয়া তাদের বাবার বিবাহিত স্ত্রী। বয়েসের তারতম্য, মানসিক বিভেদ, তাদের পৃথক ঘরে বসবাস – এসব সত্বেও নিজের বাবার আইনসংগত স্ত্রীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হলে সেটা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না। বাবা তাদেরকে আসতে বলেছিল

একটু মানসিক সমর্থন পাবার জন্য, আর এ কি নতুন জটিলতার সৃষ্টি হল! নিজের ভাইয়ের উপর সে রাগ করতে পারে না। সারা জীবন দেখছে এই মানুষটাকে। এমন ভালো মানুষ দ্বিতীয়টা হয় না। জুলেখার মত একটি মেয়ের প্রেমে পড়ার জন্য সে তাকে দোষারোপ করতে পারে না। কিন্তু জুলেখার উপর তার বেশ রাগ হয়। বয়েসী একজন লোককে সে কেন বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল জিনিয়া জানে না। হতে পারে বিপাকে পড়ে করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন সে একজনের বিবাহিত স্ত্রী। মালেকের সাথে এতখানি ঘনিষ্ট হওয়াটা কি তার ঠিক হচ্ছে? জানাজানি হলে কি লজ্জার ব্যাপারটাই না হবে! বাবার সামনেই বা দাঁড়াবে কোন মুখে?

বোধহয় তার চলাফেরার শব্দে মিজানের ঘুম ছুটে গিয়ে থাকবে। বিছানায় শুয়েই গলা উঁচিয়ে ডাকল, "জিনিয়া, তুই কি হাঁটাহাঁটি করছিস?"

জিনিয়া উঠে মিজানের ঘরে এসে ঢুকল। নিশ্চিত হতে চাইল মিজান যেন আবার কৌতূহলী হয়ে বিছানা ছেড়ে না ওঠে। "একটু পানি খেতে গিয়েছিলাম, বাবা। তুমি ঘুমাও। কিছু লাগবে?"

মিজান বললেন, "না রে। যা, ঘুমা।"

মিজানের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে এল জিনিয়া। তার মাথাটা ভালো লাগছে না। এ কি সমস্যা? এতো মেয়ে থাকতে মালেক এই মেয়েটার প্রেমেই পড়ল? বেয়াক্কল!

মিজান ভেবেছিল পরদিন সবাই মিলে বাসাতেই কিছুক্ষন সময় কাটাবে। ছেলে মেয়েরা আসার পর জুলেখাকে নিয়েই তারা ব্যাস্ত, বাবার সাথে মন খুলে কথা বলার সুযোগই হয় নি। কিন্তু সকালে নাস্তা পর্ব চুকতেই মালেক ঘোষণা দিল, আজ তারা তিনজন মিলে টরন্টো ঘুরবে। সে এবং জিনিয়াও অনেক দিন হল বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে যায় নি। জুলেখাকে দেখানোর অছিলায় তাদেরও আরেক বার দেখা হয়ে যাবে। তার ইচ্ছা CN Tower, মিউজিয়াম, নাথান ফিলিপস চত্তর এবং একুরিয়াম দেখা। একটা ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টে জুলেখাকে খাওয়াতে চায় সে। খুব মজা হবে। মিজানের অনুমতির অপেক্ষা করে নি জুলেখা। সে বাইরে যাবার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগের দিন তাকে কিছু জামা কাপড় কিনে দেয়েছিল মালেক। সেখান থেকে বেছে বেছে একটা সুন্দর ম্যাক্সি পরেছে, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে মেলে দিয়েছে পিঠময়, মুখে হাল্কা মেকআপও করেছে। মিজান তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। জুলেখাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে সেও ছেলেমেয়েদের সাথে দল বেঁধে বেড়াতে যায়। জুলেখার হাত ধরে টরন্টো শহরের রাস্তায় রাস্তায় বুক ফুলিয়ে হাঁটে। তার নিজের কাছেই একটু লজ্জা লাগে। মানুষের প্রেমে পড়ার বোধহয় কোন বয়েস নেই। একটু মন খারাপ করে নিজের স্টাডিতে গিয়ে কম্পিউটারে খবর পড়তে লাগল সে। তাকে সাথে নেবার ওদের কোন আগ্রহ নেই। সেধে যেতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হতে চায় না সে। বড় অপমান হবে। যাক, ওরাই গিয়ে ঘুরে আসুক। জুলেখার সময়টা ভালো কাটুক। কাল কি হবে কে জানে?

জিনিয়া কাউকে বুঝতে না দিলেও মালেক এবং জুলেখার প্রতিটা নড়া চড়া, চাহনি,

কথাবার্তা সে মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। সবার দৃষ্টির আড়ালে পরস্পরের দিকে তারা কি গভীর আবেগ নিয়া তাকাচ্ছে, সেটা তার নজরে এড়ায়নি। কোন সন্দেহ নেই, মাত্র কয়েক দিনেই তারা দু'জন পরস্পরের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে দু' জনকে দুইটা থাপ্পড় দিয়ে এই মোহভঙ্গ করে। এতো প্রেম করার সখ থাকলে ডিভোর্স কর, তারপর যা ইচ্ছা কর। চারদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে! ছিহ!

বাইরে বেড়াতে যাবার ব্যাপারে দু' জনার যে অফুরন্ত আগ্রহ দেখা গেল তা থেকেই আন্দাজ করল জিনিয়া, তারা বাসার বাইরে পরস্পরের সাথে কিছুটা সময় কাটানোর চেষ্টা করছে। জিনিয়া তাদের সাথে লটকে থাকলে তাদের কথাবার্তা, চলাফেরায় অসুবিধা হবে। বুঝতে দেবে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিশ্চিয় ভাববে জিনিয়া সাথে না থাকলেই ভালো হত। এভাবে কোথাও যাওয়া যায়? সে না যাবারই সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক গাড়ীতে উঠবার আগে শরীরটা ভালো লাগছে না বলে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আজ বাইরে যাবে না। বিশ্রাম নেবে। তার অনুপস্থিতিতে তাদের আনন্দ যে কতখানি কম হবে সেই ফিরিস্তি দিতে দিতে মালেক এবং জুলেখা একটু পরেই বেরিয়ে পড়ল। মনে মনে মুখ ভ্যাংচাল জিনিয়া। ঢং করার জায়গা পায় না।

ওরা চলে যাবার পর মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য জোরাজুরি করল মিজান। কাছেই একটা ওয়াক ইন ক্লিনিক আছে। ডাক্তারগুলো খুব ভালো। বাবাকে নানা অজুহাত দেখিয়ে ঠান্ডা করেছে জিনিয়া। দু' জনে পুরানো দিনের এলবাম বের করে কিছুক্ষন ছোটবেলার ছবি দেখল। মায়ের কথা হল। ইচ্ছে করে জুলেখার কথা তুলল না। বোঝাই যাচ্ছে এই অল্প বয়স্ক মেয়েটিকে নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য বিয়ে করে আরোও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে মিজান। হাতের নাগালের মধ্যে থেকেও সে লক্ষ যোজন দূরে।

ঠিক হল দুপুরে কোন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবে। তৈরী হয়ে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল মিজান। জিনিয়া গোছল সারতে গেছে। তার ঘন্টা খানেক লাগে গোছল পর্ব সারতে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল মিজান। রহমতের ফোন এলো। "মোল্লা ইমাম তো এসে গেছে রে," তার কণ্ঠে চাঁপা উত্তেজনা।

মিজানের হার্ট বিট বেড়ে গেল। সত্যি সত্যিই জ্বীন ঝাড়ানোর চেষ্টা করা হবে, এটা যেন এতক্ষন সে ঠিক উপলব্ধি করে নি। কয়েক দিন ধরে যে জুলেখাকে সে দেখছে, এই জুলেখা তো যে কারো স্বপ্নের রানী হতে পারে। তার তো কোন সমস্যা নেই। সেই ক্রুদ্ধ, সহিংস চাঁদনীর কোন দেখা নেই । এই সবের কি আর কোন দরকার আছে?

রহমত তার নীরবতা দেখে কিছু একটা সন্দেহ করে থাকবে। "কি ব্যাপার বলত? তুই কিছু বলছিস না কেন?"

মিজান কি করবে ভাবছে। জিনিয়া যে কোন সময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তার কথা শুনে ফেললে সমস্যা হবে। সে বাসার বাইরে চলে এলো। "মালেক এবং জিনিয়া আসার পর জুলেখা খুব ভালো আছে। কোন সমস্যাই করে নি।"

রহমত বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "তুই কি ভাবছিস চাঁদনী ওকে ছেড়ে চলে গেছে? ভুল করিস না। শয়তানীটা চুপচাপ বসে বসে খেলা দেখছে। বন্ধু, এখন আর পিছিয়ে যাবার কথা চিন্তাও করিস না। "

মিজান দ্বিদ্বান্বিত কণ্ঠে বলল, "আমার ভয় করছে রে।"

"ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমি মোল্লার হোটেলে এসেছি। বিস্তারিত আলাপ করবার জন্য। তুই চলে আয়।"
"আমাকে আসতে হবে কেন?"
"মোল্লা চাচ্ছে তুই আয়। তিনজন মিলে পুরো প্ল্যানটা নিচ্ছিদ্র করতে হবে। চাঁদনী আগে থেকে টের পেলে সব ভেস্তে যাবে, মোল্লার প্ল্যান কাজ করবে না। এক্ষুনী চলে আয়।"
জিনিয়া গোছল সেরে বেরিয়েছে। বাবা, বাবা বলে ডাকাডাকি করছে। মিজান বলল, "কিন্তু জিনিয়া বাসায়। ওকে নিয়ে খেতে যাবার কথা। কি করব?"
"ও কি জানে কিছু?" রহমত জানতে চাইল।
"না, ওদেরকে তো এসব নিয়ে কিছুই বলিনি।"
একটু ভাবল রহমত। "সব জানলে জিনিয়া কি আমাদেরকে সাহায্য করবে?"
"কি সাহায্য লাগবে?"
"তুই ওকে সাথে নিয়ে চলে আয়। চারজনে বসে খোলামেলা আলাপ করা যাবে। "
জিনিয়া সিঁড়ি বেয়ে নীচতলায় নেমে আসছে। মিজান দ্রুত বলল, "কিন্তু একটা জিনিষ তোর জানা দরকার। ওরা দু' জনাই জুলেখাকে খুব পছন্দ করে। এইসব আধি-ভৌতিক কথাবার্তা ওরা আদৌ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।"
রহমত একটু চিন্তা করে বলল, "তুই ওকে নিয়েই আয়। ও অনেক বুদ্ধিমতী। খুলে বললে নিশ্চয় ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝবে।"
জিনিয়া বাইরে বেরিয়ে এসেছে। "বাবা! তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছো? আমি তোমাকে সারা বাড়ীতে খুঁজছি।"
মিজান ম্লান হেসে বলল, "তোর রহমত চাচা ফোন করেছিল। একটা জায়গায় যেতে বলছে আমাদেরকে।"
"কোথায়?" জিনিয়া অবাক হল। "কি জন্য?"
"গেলেই বুঝবি। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চল।"
"কি ব্যাপার বল তো?" জিনিয়ার কণ্ঠে কৌতূহল।
"চল, গাড়ীতে যেতে যেতে তোকে সব খুলে বলব," মিজান বলল।